ব্যাঘ্র ও পালিত কুকুর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এক স্থূলকায় পালিত কুকুরের সহিত, এক ক্ষুধার্ত শীর্ণকায় ব্যাঘ্রের সাক্ষাৎ হইল। প্রথম আলাপের পর, ব্যাঘ্র কুকুরকে কহিল, ভালো ভাই! জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তুমি কেমন করিয়া, এমন সবল ও স্থূলকায় হইলে; প্রতিদিন কিরূপ আহার কর, এবং, কি রূপেই বা প্রতিদিনের আহার পাও। আমি, অহোরাত্র, আহারের চেষ্টায় ফিরিয়াও, উদর পূরিয়া, আহার করিতে পাই না; কোনও কোনও দিন, উপবাসীও থাকিতে হয়। এইরূপ আহারের কষ্টে, এমন শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।

কুকুর কহিল, আমি যা করি, তুমি যদি তাই করিতে পার, আমার মত আহার পাইবে। ব্যাঘ্র কহিল, সত্য না কি; আচ্ছা, ভাই! তোমায় কি করিতে হয়, বলো। কুকুর কহিল, আর কিছুই নয়; রাত্রিতে প্রভুর বাটীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, এই মাত্র। ব্যাঘ্র কহিল, আমিও করিতে সম্মত আছি। আমি, আহারের চেষ্টায়, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে, অতিশয় কষ্ট পাই। আর এ ক্লেশ সহ্য হয় না। যদি, রৌদ্র ও বৃষ্টির সময়, গৃহের মধ্যে থাকিতে পাই, এবং ক্ষুধার সময়, পেট ভরিয়া খাইতে পাই, তাহা হইলে, বাঁচিয়া যাই। ব্যাঘ্রের দুঃখের কথা শুনিয়া কুকুর কহিল, তবে আমার সঙ্গে আইস। আমি, প্রভুকে বলিয়া, তোমার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।

ব্যাঘ্র কুকুরের সঙ্গে চলিল। খানিক গিয়া, ব্যাঘ্র কুকুরের ঘাড়ে একটা দাগ দেখিতে পাইল, এবং কীসের দাগ জানিবার নিমিত্ত, অতিশয় ব্যগ্র হইয়া, কুকুরকে জিজ্ঞাসিল, ভাই! তোমার ঘাড়ে ও কীসের দাগ। কুকুর কহিল, ও কিছুই নয়। ব্যাঘ্র কহিল, না ভাই! বলো বলো, আমার জানিতে বড়ো ইচ্ছা হইতেছে। কুকুর কহিল, আমি বলিতেছি, ও কিছুই নয়; বোধ হয়, গলবন্ধের দাগ। ব্যাঘ্র কহিল, গলবন্ধ কেন? কুকুর কহিল, ওই গলবন্ধে শিকলি দিয়া, দিনের বেলায়, আমায় বাঁধিয়া রাখে।

ব্যাঘ্র, শুনিয়া, চমকিয়া উঠিল, এবং কহিল, শিকলিতে বাঁধিয়া রাখে। তবে তুমি, যখন যেখানে ইচ্ছা, যাইতে পার না। কুকুর কহিল, তা কেন, দিনের বেলায় বাঁধা থাকি বটে; কিন্তু, রাত্রিতে যখন ছাড়িয়া দেয়, তখন আমি, যেখানে ইচ্ছা, যাইতে পারি। তদ্ভিন্ন, প্রভুর ভৃত্যেরা কত আদর ও কত যত্ন করে, ভালো আহার দেয়, স্নান করাইয়া দেয়। প্রভুও, কখনও কখনও, আদর করিয়া, আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দেন। দেখ দেখি, কেমন সুখে থাকি। ব্যাঘ্র কহিল, ভাই হে! তোমার সুখ তোমারই থাকুক, আমার অমন সুখে কাজ নাই। নিতান্ত পরাধীন হইয়া, রাজভোগে থাকা অপেক্ষা, স্বাধীন থাকিয়া আহারে ক্লেশ পাওয়া সহস্র গুণে ভালো। আর আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। এই বলিয়া ব্যাঘ্র চলিয়া গেল।

● **লেখক পরিচিতি :** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়ের নাম ভগবতী দেবী। তাঁর শৈশবকাল অতি দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে সংস্কৃত কলেজ থেকে পাঠ শেষে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করে। প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক, পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। বাংলা গদ্য তাঁর হাতে নতুন রূপ পায়। ঈশ্বরচন্দ্রকে তাই বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। সমাজ সংস্কারেও তার ভূমিকা বিরাট। দায়র সাগর হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সহজেই লেখাপড়া শিখতে পারে সেই জন্য তিনি বর্ণ পরিচয় নামে দু'টি গ্রন্থ লেখেন। এছাড়া তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বোধোদয়, শকুন্তলা, আখ্যান মঞ্জুরী, সীতার বনবাস, ভ্রান্তি বিলাস প্রভৃতি। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ২৯ শে জুলাই তিনি পরলোক গমন করেন।

● **কী শিখলাম একনজরে :** এক স্বাস্থ্যবান কুকুরের সাথে এক শীর্ণকায় বাঘের সাক্ষাৎ ঘটে। আলাপ পরিচয়ের পর বাঘ কুকুরের কাছে সবল ও মোটাসোটা হওয়ার কারণ জানতে চায় এবং নিজের দুরবস্থার কথা কুকুরকে বলে।

কুকুর বাঘকে জানায় যে সে রাতে তার প্রভুর বাড়ি পাহারা দেয় তার বিনিময়ে ভালো খাবার ও থাকার ব্যবস্থা প্রভু করেছেন। কুকুর প্রস্তাব দেয় বাঘ এই কাজ করতে সম্মত হলে সেও অনুরূপ আহার ও বাসস্থান পাবে।

বাঘ সম্মত হয়ে কুকুরের সঙ্গে চলতে থাকে। হঠাৎ কুকুরের গলায় একটা দাগ দেখে সে জানতে চায় কীসের দাগ। কুকুর জানায় ওটা গলবন্ধের দাগ, দিনের বেলায় গলবন্ধে শিকল দিয়ে তাকে বেঁধে রাখা হয়।

বাঘ জানতে চায় কুকুর নিজের ইচ্ছামতো দিনের বেলায় ঘুরতে পারে কিনা। কুকুর জানায় দিনের বেলায় সে বাঁধা থাকে রাতে যেখানে খুশি যেতে পারে। তাছাড়া ভালো ভালো খাবার, চাকরদের আদর, কখনো কখনো প্রভুর আদরের কথা জানিয়ে কুকুর নিজেকে সুখী মনে করে।

বাঘ কুকুরের সঙ্গে যেতে অসম্মত হয়। তার কাছে পরাধীন থেকে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে স্বাধীন থেকে আহারে কষ্ট পাওয়া বেশি সুখের। এই বলে বাঘ কুকুরকে ছেড়ে চলে যায়।

● শব্দার্থ : স্থূলকায়—মোটাসোটা, স্বাস্থ্যবান। পালিত—যাকে পালন করা হয়। ক্ষুধার্ত—ক্ষুধায় কাতর। শীর্ণকায়—রোগা শরীর। ব্যাঘ্রের—বাঘের। সাক্ষাৎ—দেখা। আলাপের—কথাবার্তার, পরিচয়ের। সবল—বলবান। প্রতিদিন—রোজ। আহার—খাওয়া। অহোরাত্র—দিনরাত। চেষ্টায়—খোঁজে। বাটী—গৃহ, ঘর, বাড়ি। রক্ষণাবেক্ষণ—দেখাশোনা, নজর রাখা, পাহারা দেওয়া। সম্মত—রাজি। ক্লেশ—কষ্ট। বন্দোবস্ত—ব্যবস্থা, উপায়। নিমিত্ত—জন্য। ব্যগ্র—উৎসুক। গলবন্ধ—গলাবন্ধনী। চমকিয়া—বিস্মৃত হল। তদ্ভিন্ন—তা-ছাড়া। পরাধীন—অন্যের অধীন। রাজভোগ—রাজার মতো সুখে। স্বাধীন—নিজের অধীন। শিকলি—শিকল।

পাঠ অনুশীলনী

মৌখিক

১। এসো মুখে মুখে বলি :

১.১ স্থূলকায় পালিত কুকুরে সঙ্গে কার সাক্ষাৎ হয়েছিল?

১.২ বাঘটি কেমন দেখতে ছিল?

১.৩ কুকুরকে রাতে প্রভুর বাড়ি কী কাজ করতে হত?

১.৪ বাঘের দুঃখের কথা শুনে কুকুর কী বলল?

১.৫ বাঘ কুকুরের ঘাড়ে কী দেখতে পেল?

লিখিত : নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১। সঠিক উত্তরটি খুঁজে নিয়ে খাতায় লেখো :

১.১ কুকুরটি ছিল (স্থূলকায়/শীর্ণকায়)।

১.২ বাঘটি ছিল (স্থূলকায়/শীর্ণকায়)।

১.৩ কুকুরটির কাজ ছিল প্রভুর বাড়ি (ঘুরে বেড়ানো/পাহারা দেওয়া)।

১.৪ রোদে ও বৃষ্টিতে কুকুরটি খুব (কষ্ট পেত/কষ্ট পেত না)।

১.৫ বাঘটি নিজের ইচ্ছা মতো যেখানে ইচ্ছা (যেতে পারত/যেতে পারত না)।

২। নীচের বিবৃতিগুলো সঠিক হলে '✓' চিহ্ন দাও ভুল হলে 'X' চিহ্ন দাও :

২.১ বাঘকে অনেকদিন উপবাসী থাকতে হয়। ☐

২.২ কুকুরকে চাকরেরা খুব আদর যত্ন করত। ☐

২.৩ কুকুরকে দিনের বেলায় ছেড়ে দেওয়া হতো। ☐

২.৪ রাতের বেলায় কুকুর যেখানে ইচ্ছা যেতে পারত। ☐

২.৫ বাঘটি ছিল স্বাধীন। ☐

৩। নীচের দেওয়া শব্দগুলো বেছে নিয়ে সঠিক জায়গায় বসাও :

পরাধীন, গলবন্ধ, শিকল, উপবাস, ভ্রমণ

৩.১ সে দেশ _____ করতে বেনারস গেল।

৩.২ বাড়ির লোকেরা কুকুরটি _____ দিয়ে বেঁধে রাখে।

৩.৩ আমরা দীর্ঘদিন _____ ছিলাম।

৩.৪ কুকুরটির গলায় _____ আছে।

৩.৫ সে তিন দিন ধরে _____ ব্রত পালন করছে।

৪। একটি বাক্যে উত্তর দাও :

৪.১ স্থূলকায় কুকুরকে দেখে বাঘ কী জানতে চেয়েছিল?

৪.২ বাঘকে কেন কখনো কখনো উপবাসে থাকতে হয়?

৪.৩ কুকুর বাঘটিকে তার সঙ্গে আসতে বলল কেন?

৪.৪ কুকুরের গলার দাগটি কীসের বলে জানা গেল?

৪.৫ কুকুরটি প্রভুর বাড়িতে কোন কাজ করত?

৫। দু/তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :

৫.১ "তুমি কেমন করিয়া, এমন সবল ও স্থূলকায় হইলে।"—কে কাকে একথা বলেছিল? একথা বলার কারণ কী?

৫.২ "এমন শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।"—কে কাকে একথা বলেছিল? তার শীর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ কী?

৫.৩ "আচ্ছা ভাই, তোমায় কী করিতে হয়"।—কে, কাকে এই প্রশ্ন করেছিল? এই প্রশ্নের আগে সে কী শুনে ছিল?

৫.৪ "তবে আমার সঙ্গে আইস।"—কে, কাকে একথা বলেছিল? তাঁর এরকম বলার কারণ কী?

৫.৫ অতিশয় ব্যগ্র হইয়া, কুকুরকে জিজ্ঞাসিল"—কে, কী কারণে ব্যগ্র হল? সে কুকুরকে কী জিজ্ঞাসা করল?

৫.৬ "বাঘ কহিল, গলবন্ধ কেন?"—কী কারণে বাঘ এই প্রশ্ন কাকে করেছিল? সে কী উত্তর পেল?

৫.৭ 'বাঘ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল,"—বাঘ কোন কথা শুনে চমকে উঠল? এর পর সে কী জানতে চাইল?

৫.৮ 'দেখ দেখি, কেমন সুখে থাকি।'—কে, কাকে একথা বলেছিল? কোন্ কারণে বক্তার মনে হয়েছিল যে সুখে আছে?

৬। চার/পাঁচটি বাক্যে উত্তর দাও :

৬.১ 'আমিও করিতে সম্মত আছি।'

—বক্তা কী করতে সম্মত হলেন? এই সম্মত হওয়ার কারণ কী?

৬.২ 'তাহা হইলে বাঁচিয়া যাই'

—বক্তা কেন একথা বলেছে? বক্তা কী হলে বেঁচে যাবে?

৬.৩ এই গল্পে কুকুর ও বাঘের কথোপকথন নিজের ভাষায় লেখ।

৬.৪ বাঘ ও কুকুরের মধ্যে কার কথাবার্তা পাঠ করে কার কথা যুক্তি সঙ্গত বলে তুমি মনে কর? কেন মনে কর?

ভাষা পরিচয়গত প্রশ্ন :

১। অর্থ লেখো : ক্ষুধার্ত, শীর্ণ, ক্লেশ, ব্যগ্র, তদ্ভিন্ন, নিমিত্ত, উপবাসী, অতিশয়, পালিত, অহোরাত্র।

২। বাক্য রচনা করো : প্রতিদিন, সাক্ষাৎ, বন্দোবস্ত, গলবন্ধ, স্বাধীন, রাজভোগ, রক্ষণাবেক্ষণ, দুর্বল।

৩। বিপরীতার্থক শব্দ লেখো : রাত্রি, শীর্ণকায়, ইচ্ছা, সুখে, ভালো, সম্মত, স্বাধীন, সাক্ষাৎ, বাঁচিয়া, আদর।

৪। লিঙ্গ পরিবর্তন করো : ভাই, বাঘ, কুকুর, প্রভু, ভৃত্য।

৫। পদ পরিবর্তন করো : ক্লেশ, ক্ষুধা, প্রভু, উপবাসী, আদর, সুখ, স্নান, ব্যগ্র, স্বাধীন, পরাধীন।

৬। সমার্থক শব্দ লেখো : প্রভু, বন, বাঘ, বাটী, কুকুর, রাত্রি, দিন, গৃহ।